**১৪ স্কব [২০২০] হাইকোর্ট বিভাগ**

ফৌজদারী আপীল নং ৩৪৫৯/২০১৯

**মোঃ ইব্রাহিম গাজী**
..... আপীলকারী
-বনাম-
**রাষ্ট্র এবং অন্য একজন**
..... রেসপনডেন্ট

জনাব মোঃ আমিনুল হক হেলাল সংগে
জনাব সৈয়দ আল আহসাফুর আলী রেজা, অ্যাডভোকেটগণ
..... আপীলকারী পক্ষে

বেগম জান্নাতুল ফেরদৌসি (রুপা),
ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল সংগে জনাব জাহিদ আহমেদ (হিরো),
সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
..... ১নং রেসপনডেন্ট পক্ষে

জনাব মোঃ ইছা, অ্যাডভোকেট
..... ২নং রেসপনডেন্ট পক্ষে

রায়ের তারিখঃ ২৭.০২.২০২০ইং

**আসীনঃ**
**বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক**
**এবং**
**বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী**

**ধর্ষণ** মামলায় ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট:
**শুধুমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা না করার কারণে প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা অপ্রমাণিত বলে গণ্য হবেনা। ভিকটিমের মৌখিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতেই তাকে সাজা প্রদান করা যেতে পারে।** ... (প্যারা ২৫)

**রায়**

*বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ঃ*

১. এই আপীলটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং ১, খুলনা (ট্রাইব্যুনাল) এর নারী ও শিশু কেস নং ১৩৩ সি/২০০৬ তে প্রদত্ত বিগত ১৩ই মার্চ, ২০১৯ ইং তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত। উক্ত রায়মূলে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ জজ মহোদয় আসামি মোঃ ইব্রাহিম গাজীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (আইন, ২০০০) এর ৯(১) ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ সংগে ২০,০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ২(দুই) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ প্রদান করেছেন।

২. উক্ত রায় ও দণ্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী আইন, ২০০০ এ ২৮ ধারা মতে এই ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করে।

৩. সংক্ষেপে প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা এই যে, শেখ মো: আজাহার আলী (পিডবিউ-১) এই মর্মে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় একটি নালিশি দরখাস্ড় দাখিল করেন যে, তার কন্যা তাসলিমা খাতুন (ভিকটিম) খুলনার দাকোপ থানার লাউডোব স্কুলে নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করত। ভিকটিম স্কুলে যাবার পথে আসামি মোঃ ইব্রাহীম গাজী তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করত এবং খারাপ প্রস্ড়ব দিত। প্রতিদিনের মত তার কন্যা ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখ সকালে কালিকাবাটি জামে মসজিদে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়তে যায় এবং সকাল অনুমান ৫.৪৫ ঘটিকার সময় মসজিদ সংলগ্ন পুকুর ঘাটে ওযু করতে যায়। সেখানে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা আসামি পিছন দিক থেকে ভিকটিমকে ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে এবং পাঁজাকোলে করে পাশের বাঁশ বাগানের নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। আসামি জোর করে তার মুখ ও গলা চেপে ধ'রে তার ইচ্ছার বিররুদ্ধে ধর্ষণ করে। ফলশ্রুতিতে ভিকটিমের যোনি দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তার কন্যা বাড়িতে এসে মা মর্জিনা বেগমকে ঘটনা জানায়। বাদী তখন বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী ভিকটিমকে সাথে নিয়ে সংশি- ষ্ট ইউপি সদস্য মোঃ সৈয়দ ভূঁইয়ার (পিডব্লিউ-৩) সহায়তায় বিচার সালিশের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হন। আসামিপক্ষ তাদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি ও ধমক দিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকে। অতঃপর বাদী বাড়িতে এসে ঘটনা বিস্তারিতভাবে শুনে ও বুঝে বিগত ১৭.০৪.২০০৬ ইং তারিখে দাকোপ থানায় মামলা করতে যায়, কিন্তু থানা মামলা গ্রহণ করেনি। বাদী তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরামর্শ করার পর বাধ্য হয়ে বিগত ২৩.০৪.২০০৬ ইং তারিখে ট্রাইব্যুনালে নালিশি দরখাস্তটি দায়ের করেন।

৪. ট্রাইব্যুনাল ২৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখে শপথ পূর্বক বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন। অতঃপর ১০.০৫.২০০৬ ইং তারিখে ভিকটিমের জবানবন্দি আইন, ২০০০ এর ২২ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধপূর্বক ঘটনা অনুসন্ধান করবার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, দাকোপ থানাকে নির্দেশ দেন। বাদীপক্ষের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল ১৭.০৫.২০০৬ ইং তারিখে ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষা করবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকেও নির্দেশ প্রদান করেন।

৫. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অভিযোগের অনুসন্ধানকালে ৮ (আট) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন এবং ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে ট্রাইব্যুনালে রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০০ এর ৯(১) ধারায় অপরাধ আমলে নেন এবং আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন। মামলাটি তখন নারী ও শিশু মামলা নং ১৩৩সি /২০০৬ ধারা ৯(১) আইন, ২০০০ হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।

৬. পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করলে ট্রাইব্যুনাল তাকে জেলহাজতে পাঠান। বিগত ৩১.০৭.২০০৭ ইং তারিখে ট্রাইব্যুনাল আসামির বিরুদ্ধে আইন, ২০০০ এর ৯(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামিকে পড়ে শোনানো হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী ক'রে বিচার প্রার্থনা করে।

৭. মামলাটির বিচারকালে প্রসিকিউশনপক্ষ দরখাস্তকারী সহ মোট ৫ (পাঁচ) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। যার মধ্যে পিডবি- উ ৫, রমাকান্ত বিশ্বাস বৈরী ঘোষিত হয় এবং প্রসিকিউশন পক্ষ তাকে জেরা করে। বাকি সাক্ষীদেরকে আসামিপক্ষ নাতিদীর্ঘ জেরা করে। নালিশি দরখাস্তে নামাঙ্কিত বাকি সাক্ষীদের প্রতি অজামিনযোগ্য গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করলেও পুলিশ তাদের আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মামলাটিতে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন এবং আসামিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করেন, যাতে আসামি নিজেকে পুনরায় নির্দোষ দাবি করে এবং কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবেনা বলে জানায়।

৮. আসামিপক্ষ থেকে বাদীর সাক্ষীদের জেরা করবার ধরণ থেকে আসামিপক্ষের পক্ষসমর্থনমূলক মামলা হচ্ছে এই যে, আসামি নির্দোষ; বাদীপক্ষ আসামিপক্ষকে আত্মীয়তা করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আসামিপক্ষ তা করতে প্রত্যাখ্যান করায় আসামিকে মিথ্যাভাবে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে।

৯. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনবার পর মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্য ও নথিতে রক্ষিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে বিগত ১৩.০৩.২০১৯ ইং তারিখে উপরে উল্লেখিত রায় ও দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দণ্ডাদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী এই আপীলটি দায়ের করে।

১০. আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আমিনুল হক হেলাল মূলত তিনটি বিন্দুতে তার যুক্তিতর্ক নির্বন্ধ করেন-

১। মামলার ঘটনার সময় দেখানো হয়েছে সকাল ৫.৪৫ ঘটিকা, তারিখ ১৫.০৪.২০০৬ ইং কিন্তু দরখাস্তকারী ট্রাইব্যুনালে নালিশি দরখাস্তটি দাখিল করেছেন বিগত ২৩.০৪.২০০৬ ইং অর্থাৎ ঘটনার ৮ (আট) দিন পর। এত বিলম্বে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নালিশি দরখাস্তে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা সন্তোষজনক ও পর্যাপ্ত নয়। অস্বাভাবিক বিলম্বে মামলা দায়েরে আপীলকারীকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর সমূহ সুযোগ ছিল এবং এ ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। দীর্ঘ বিলম্বে মামলা দায়ের বাদীর মামলাকে সন্দেহজনক করেছে। বিলম্ব নি:সন্দেহে ন্যায়বিচারকে পরাহত করে।

২। মামলায় ভিকটিমের মা মর্জিনা বেগম একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী, কেননা ঘটনার পরপরই ভিকটিম তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করেছে এবং সে-ই পিডবি- উ-৩ কে ঘটনা জানায় এবং সালিশে বসে। তাছাড়া ঘটনার পরপরই ভিকটিমের সাথে মুসলিমা ও সাবিনার দেখা হয়েছে এবং তারা ভিকটিমের সাথে তার বাড়ী এসেছে, তাদের দু'জনকেও প্রসিকিউশন সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করেনি। কাজেই আসামিপক্ষ সাক্ষ্য আইনের ১১৪ (জি) ধারায় সুবিধা পাবে। তিনি রাষ্ট্র-বনাম-পলাশ, ২০ বিএলসি (আপীল বিভাগ) ৩৪৮ এবং আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে চান্দু মিয়া-বনাম-রাষ্ট্র, ৪ বিএলসি ৩২০ মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি প্রদান করেন যে, উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩(তিন) জন সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে উপস্থাপন না করার কোন ব্যাখ্যা প্রসিকিউশন পক্ষ না দেয়ায় অনুমান তাদের বিপক্ষে যাবে এবং আসামি খালাস পেতে হকদার।

৩। ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা এই মামলার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা করা হয়নি। সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে, ট্রাইব্যুনাল আদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও বাদীপক্ষ ভিকটিমকে পরীক্ষা করাতে ব্যর্থ হয়েছে। সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহে ভিকটিম আদৌ কথিত মতে ধর্ষিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা অত্যাবশ্যকীয় ছিল, যা না করার কারণে ধর্ষণ অপ্রমাণিত এবং আসামি সন্দেহের সুবিধা পাবে। প্রসিকিউশন উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে

আপীলকারির বিরুদ্ধে আইনের ৯(১) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাতিল হবে এবং আসামি খালাস পাবে।

১১. বিজ্ঞ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব জাহিদ আহমেদ (হিরো) স্টেট অব পঞ্জাব-বনাম-গুরমিত সিং, (১৯৯৬) ২ সুপ্রীম কোর্ট কেসেস ৩৮৪; আল-আমীন ও অন্য ৫ জন -বনাম- রাষ্ট্র, ৫১ ডিএলআর ১৫৪; আব্দুস সোবাহান বিশ্বাস-বনাম-রাষ্ট্র, ৫৪ ডিএলআর ৫৫৬ এবং বাদল ও অন্য একজন-বনাম-রাষ্ট্র, ৪ বিএলসি ৩৮১ মামলার নজির উদ্ধৃত করে যুক্তিতর্কে বলেন যে, ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে ভিকটিমের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অভিভাবক সহজে থানা পুলিশ করতে চাননা । অনেক চিন্তাভাবনা করার পরই তারা আইনের আশ্রয় নেন। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে , তদুপরি আসামিপক্ষ নানা অজুহাতে দেরি করিয়েছে, থানা পুলিশকে প্রভাবিত করেছে। কাজেই এক্ষেত্রে মামলা দায়েরে ৮ (আট) দিনের বিলম্ব ধর্তব্য নয়। ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকেনা, তাই ভিকটিমের সাক্ষী ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দিয়েই অপরাধের বিচার করতে হয়। একজন ১৫ বছরের নাবালিকা, যার সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ সে শুধুশুধু আপীলকারীর বিরুদ্ধে নিজের লজ্জার কথা কেন নিজমুখে বর্ণনা করবে? যেহেতু আসামিপক্ষ জেরা করে ভিকটিমের সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় কোন চির ধরাতে পারেনি, কাজেই শুধুমাত্র তার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই আসামিকে সাজা প্রদান সঠিক হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের আদেশ সত্ত্বেও ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা না করার কারণে ঘটনা অপ্রমাণিত হয়নি। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষা করায় ধর্ষণের কোন আলামত না পাওয়া গেলেও শুধুমাত্র ভিকটিমের মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আসামিকে সাজা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত ও সঠিক। ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক সাক্ষীর গুণাগুণ বিচারে আপীলকারীকে সঠিকভাইে সাজা প্রদান করেছেন যা এই আদালত কর্তৃক হস্তক্ষেপযোগ্য নয়।

১২. বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ ইছা এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আসামীর চাচা ও ফুফা যথাক্রমে স্থানীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী এবং স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। তারা প্রভাব খাটিয়ে মামলা দায়েরে বিলম্ব ঘটিয়েছে এবং পরবর্তীতে কয়েকজন স্থানীয় সাক্ষীও সাক্ষ্য দিতে আদালতে হাজির হয়নি। তবে ভিকটিম পিডব্লিউ-২ এবং স্থানীয় মেম্বার পিডব্লিউ-৩ নিরপেক্ষ সাক্ষী, তারা তাদের সাক্ষ্য দিয়ে আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। পিডব্লিউ-৫, স্থানীয় ডাক্তার বৈরী হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তিনি হাতুরে ডাক্তার। তিনি চিকিৎসা করেছেন স্বীকার করলে তার ডাক্তারি পেশাই প্রশ্নের সম্মুখিন হতো। উপস্থাপিত সাক্ষীর সাক্ষ্য দিয়েই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ সঠিক বিধায় হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ নেই।

১৩. সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও পক্ষগণের যুক্তিতর্ক যাচাই বাছাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হল।

১৪. পিডব্লিউ-১, শেখ আজাহার আলী দরখাস্তকারী ও ভিকটিমের পিতা তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘটনার সময় তার মেয়ে ভিকটিম তাসলিমার বয়স ছিল ১৫ বছর। ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখে অনুমান সকাল ৫.৪৫ ঘটিকার সময় ভিকটিম প্রতিদিনের মতো মসজিদে কোরআন শরীফ পড়তে গিয়েছিল। মসজিদের পুকুরঘাটে যখন তার মেয়ে ওযু করতে যায়, তখন আসামি ইব্রাহিম গাজী পিছন দিক থেকে এসে ওড়না দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে এবং পাঁজাকোলে ক'রে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের পাশে বাঁশবাগানে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ফলে ভিকটিমের রক্তক্ষরণ হতে থাকায় আসামি পালিয়ে যায়। তার মেয়ের সহপাঠি মুসলিমা ও সাবিনা ভিকটিমের কান্নাকাটি শুনে ঘটনাস্থলে যায় এবং তারা তাকে বাড়িতে পৌছে দেয়। মুসলিমার বয়স ১২/১৪ বছর হবে। তার মেয়ে তার স্ত্রীর কাছে ঘটনা বলে এবং তার স্ত্রী গ্রামের মেম্বার সৈয়দ ভূঁইয়ার কাছে ঘটনা জানান। তিনি ঘটনার দিন বাগেরহাটে ছিলেন। সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফিরে ঘটনা শোনার পর মেম্বারের কাছে যান। পরের দিন রাতে আসামীর চাচা হামিদ গাজীর বাড়িতে এই বিষয় নিয়ে সালিশ হয়। সালিশে কোন মিমাংসা হয়নি, বিচার হয়নি এবং বলে যে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এইরকম ঘটনা হয়েই থাকে। ১৭.০৪.২০০৬ ইং তারিখে তিনি মামলা করবার জন্য দাকোপ থানায় যান, কিন্তু থানা মামলা নেয়নি। অত:পর তিনি কোর্টে মামলা করেন। কোর্ট থেকে আদেশ হয়েছিল মেয়ের মেডিকেল পরীক্ষার জন্য, কিন্তু পুলিশ সংগে নিয়ে না যাওয়ায় পরীক্ষা করেনি। নালিশি দরখাস্ত তার কথামতো লেখা হয়েছে। তিনি নালিশি দরখাস্ত প্রদর্শনী-১ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১, ১/২, ১/৩ রূপে চিহ্নিত করেন এবং আসামিকে ডকে সনাক্ত করেন।

১৫. জেরায় তিনি বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি লাউডোব মসজিদে ইমামতি করতেন। মেয়েরা কোন বয়স পর্যন্ত মসজিদে যেতে পারবে এ মর্মে কোন সামাজিক বিধি নিষেধ তার এলাকায় নেই। ঘটনার পরে তার মেয়েকে কোন ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়নি। স্থানীয় ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন। থানার দারোগার নাম তার মনে নেই। ঘটনার কথা তার স্ত্রী তাকে প্রথম বলে। ঘটনাস্থল বাঁশবাগানের পাশে আসামিদের বাড়ি। দক্ষিণে আসামির বাড়ি, আসামির চাচা ও ফুফুর বাড়ি এবং তার পাশে তাদের বাড়ি। তিনি একা মানুষ বসবাস করেন, ফলে ঘটনাস্থলের আশেপাশের কাউকে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো পরিস্থিতি তার ছিল না। এলাকার চেয়ারম্যানকে তিনি ঘটনা জানিয়েছিলেন। তিনি এই এলাকায় ১৪ (চৌদ্দ) বছর যাবৎ বসবাস

করেন। তার বাড়ি বাগেরহাট। তিনি স্থানীয়ভাবে জায়গা জমি কিনে বাড়ি করেছেন। তিনি বাইরের এলাকার, নতুন করে ঐ এলাকায় গিয়ে আসামিদের সাথে আত্মীয়তা করার প্রস্তাব দেন বা আসামি তা করতে অস্বীকার করে; বা ঘটনা মিথ্যা বা বর্ণিত মতে ঘটনার তারিখে কোন ঘটনাই ঘটেনি; বা আসামি তার মেয়েকে ধর্ষণ করেনি; বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে প্রদত্ত সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

১৬. পিডবি- উ-২ ভিকটিম তাসলিমা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখ সকাল ৫.৪৫ টার সময় সে কালিকাবাটি মসজিদে কোরআন শরীফ পড়বার জন্য যায়। মসজিদে কোরআন শরীফ রেখে পুকুরঘাটে ওযু করতে যাবার সময় পিছন দিক থেকে আসামি এসে ওড়না দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। সে পাঁজা কোলে ক'রে তাকে কবরস্থানের পাশে বাঁশবাগানে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আসামি চলে গেলে সে কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন মুসলিমা ও সাবিনা ঘটনাস্থলে আসে এবং তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। সে মাকে ঘটনা বলে। গ্রাম্য ডাক্তার রমাকান্তকে মা ডেকে আনেন। ডাক্তার তাকে ওষুধপত্র দেন। সন্ধ্যা বেলায় মায়ের সাথে মেম্বার সৈয়দ ভূঁইয়ার কাছে যায় এবং তাকে ঘটনা বলে। আব্বা বিকালে বাড়ি এসে ঘটনা শোনেন। তার আব্বাও মেম্বারের কাছে যান। পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় আসামির কাকা আমির গাজীর বাড়িতে সালিশ হয়। সালিশে কোন কিছুই হয়নি। কোর্টে আসতে বলে। কোর্টে মামলা করবার পর হাসপাতালে যায়, কিন্তু দারোগা সাথে না যাওয়ায় পরীক্ষা করেনি। সাক্ষী ভিকটিম আসামিকে ডকে সনাক্ত করে।

১৭. জেরায় সে বলে যে, যখন সে মসজিদে যায় তখন তার ছোট বোন মোসলেমা সাথে ছিল। তার ছোট বোনকে মসজিদে রেখে সে পুকুর ঘাটে যায়। মসজিদে যাবার সময় তাদের সাথে প্রতিবেশী সাবিনাও ছিল। সাবিনা ও মোসলেমা মসজিদে ঝাড়ু দিচ্ছিল এবং সে ওযু করতে যায়। মসজিদ থেকে পুকুর ঘাটের দূরত্ব ২০/২৫ হাত হবে। মসজিদ হতে পুকুরের ঘাট দেখা যায়। আসামি যখন তার মুখ পেঁচিয়ে ধরে তখন সে চিৎকার করেছিল । মসজিদের ইমাম ছিলেন হান্নান মৌলভী । ইমাম সাহেব ঘটনার সময় মসজিদে ছিলেন না। সে চিৎকার দিলে আসামি ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে। সাবিনা ও মোসলেমা চিৎকার শুনতে পায়নি। আসামি মুখ চেপে ধরে নিয়ে যাওয়ায় সে কবরখানায় চিৎকার করতে পারেনি। সে আসামির হাত ছুটাবার চেষ্টা করেছে। খারাপ কাজ করার আগ পর্যন্ত মুখ চেপে ধ'রে রাখে। আসামি ডান হাত দিয়ে মুখ চেপে ধ'রে রেখেছিল । ১০/১২ মিনিট সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটে । আসামি চলে যাবার পরে সে সেখানেই বসেছিল । ১/২ মিনিট পরে তার বোন ও সাবিনা ঘটনাস্থলে আসে । ৪/৫ মিনিট পরে সে তার আম্মার কাছে যায়। ঘটনার পরপরই তার মা ছেলের বাবার কাছে কোন নালিশ দেয়নি। সে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই ঘটনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল। সে ঘটনার সময়ে বা দিনে মসজিদে কোরআন শরীফ পড়তে যায়নি; বা পুকুর ঘাটে ওজু করতে যায়নি; বা ওজু করবার সময় আসামি পিছন থেকে তার মুখ চেপে ধরেনি; বা তাকে কবরস্থানের পাশে বাঁশবাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেনি; বা সে মা-বাবাকে ঘটনা জানায়নি; বা স্থানীয়ভাবে সালিশ হয়নি; বা থানায় যায়নি ইত্যাদি সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করে।

১৮. পিডব্লিউ-৩ মোঃ সৈয়দ ভূঁইয়া, স্থানীয় ইউপি মেম্বার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তাসলিমার আব্বা বাদী শেখ আজাহার আলী ও আসামি ইব্রাহিম গাজীকে তিনি চিনেন। আসামি কাঠগড়ায় আছে। ভিকটিম তাসলিমা তার প্রতিবেশী, আসামিও তার এলাকার লোক। ঘটনা গত ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখ সকাল ৫.৪৫ টার সময়। কালিকাবাটি মসজিদের পিছনে পুকুর আছে। ভোরে তসলিমা পুকুরে ওযু করবার জন্য গিয়েছিল। সেখানে আসামি ওৎ পেতেছিল । বেলা ১১.০০ টার দিকে তসলিমা ও তার মা তার বাসায় যায়। ঐসময় তাসলিমা কান্নাকাটি করছিল । তার মা বলেন তাসলিমা ফজরের নামাজের পর আরবী পড়তে কালিকাবাটি মসজিদের গিয়েছিল। ঐ সময় আসামি মুখে ওড়না বেঁধে তাসলিমাকে বাঁশবাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। মায়ের উপস্থিতিতে তিনি এই ব্যাপারে তাসলিমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তসলিমাও একই কথা বলে। তিনি বলেন আজাহার ভাই আসলে সালিশ-বৈঠক করা হবে। মসজিদ কমিটির সভাপতি মোসলেমুল হক ও সেক্রেটারী জামিল হোসেনকে ঘটনার কথা বলেন। জামিল হোসেন আসামির চাচা ও মোসলেমুল হক আসামির ফুফা । বাদী পরের দিন বাড়ি আসলে তারা গাজী জামিল হোসেনের বাড়িতে সালিশ-বৈঠক করেন, সেখানে আসামিও হাজির ছিল। আসামির আব্বাও হাজির ছিলেন। সালিশে আসামির আব্বা বলেন- বর্তমান যুগের ছেলে-মেয়েরা এইরকম করে। ফলশ্রুতিতে তারা বাদী আজাহারকে আইনের আশ্রয় নিতে বলেন।

১৯. জেরায় তিনি বলেন যে, পুকুরপার থেকে বাঁশবাগান অনুমান ৬০ থেকে ৮০ হাত দূরে। পুকুর ঘাটের আশেপাশে নারকেল, সুপারি, কলাগাছ এইসব গাছ আছে। তাসলিমা ও তার মায়ের কাছে ঘটনা শুনে তিনি বেলা অনুমান ১২.০০ টার দিকে ঘটনাস্থল দেখতে যান। মসজিদের ইমাম হান্নান হুজুর ও মাহবুবকে নিয়ে বাগানে গিয়েছিলেন। সেইখানে গিয়ে পার্শ্ববর্তী লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। (পরে বলেন) ছোট বাচ্চা যারা আরবী পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সাবিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি আলামত পাননি। তাসলিমার আম্মাকে মেয়ে তাসলিমাকে ডাক্তার দেখাবার জন্য বলেছিলেন। তাসলিমার মা বলে তার বাবা আসলে ডাক্তার দেখিয়েছে। এই মামলার অনুসন্ধান করার সময়ও তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইউপি নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ থাকায় আসামির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে আসামিপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

২০. পিডব্লিউ-৪ মোসলেম মলি- ক একজন স্থানীয় সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আজাহার শেখ এই মামলার বাদী। আসামি ইব্রাহিম কাঠগড়ায় আছে। গত ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখে ঘটনা জানতে পারেন। তার পরের দিন আজাহার শেখ তার কাছে গিয়েছিল। সে বলেছিল তার মেয়ে তাসলিমা মসজিদে কোরআন শরীফ পড়তে গিয়েছিল। সে যখন মসজিদের পিছনের পুকুরে ওযু করতে যায় তখন আসামি তাকে জোর করে কবরস্থানের পাশে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। মেয়ের বাবাও তাকে এইকথা বলেছিল। তিনি বলেছিলেন আসামির বাবা-চাচাকে ডাকা হোক। সেই অনুযায়ী তাদেরকে ও গ্রামের লোকজনকে বাদীর বাড়িতে ডাকা হল। তারা এসেছিল। আসামি ও তাসলিমা বৈঠকে ছিল। তাসলিমা তার আব্বা যা বলেছিল সেইসব কথাই ঐ বৈঠকে বলেছিল। আসামি জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনা অস্বীকার করে। বৈঠকে কোন ফায়সালা না হওয়ায় মেয়ের বাবাকে মামলা করবার কথা বলা হয়।

২১. জেরায় তিনি বলেন যে, শেখ আজাহার তার ফুফাতো বোনের ছেলে। ঘটনা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করতে পারেননি। তিনি যা শুনেছিলেন তাই আজ বললেন।

২২. পিডব্লিউ-৫ রমাকান্ত বিশ্বাস স্থানীয় ডাক্তার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বাদী আজাহার, আসামি ইব্রাহিম গাজী এবং ভিকটিম তাসলিমাকে তিনি চেনেন। তসলিমা বাদীর মেয়ে। ঘটনার তারিখ জানা নাই। অনুমান কত বছর আগের ঘটনা জানা নাই। ঘটনার বিষয়ে কিছু জানেন না। প্রসিকিউশনপক্ষ এই পর্যায়ে এই সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করে জেরা করলে আসামির দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন। আসামিপক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা ডিক্লাইন করা হয়।

২৩. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের নাতিদীর্ঘ যুক্তিতর্ক শুনলাম। এই মামলায় পরীক্ষিত ৫ জন সাক্ষীর মধ্যে পিডব্লিউ-১ শেখ আজাহার আলী নালিশি দরখাস্তকারী এবং ভিকটিমের পিতা; পিডব্লিউ-২ তাসলিমা ভিকটিম; পিডব্লিউ-৩ মো: সৈয়দ ভুঁইয়া স্থানীয় ইউপি মেম্বার; পিডব্লিউ-৪ মোসলেম স্থানীয় লোক এবং পিডব্লিউ-৫ রমাকান্ত বিশ্বাস স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার এবং বৈরী ঘোষিত।

২৪. এই মামলায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে ১৫.০৪.২০০৬ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৫.৪৫ ঘটিকার সময়। ভিকটিমের পিতা পিডবি– উ-১ নালিশি দরখাস্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের করেন ২৩.০৪.২০০৬ ইং। ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারী এবং ভিকটিমকে পরীক্ষাপূবর্ক বিষয়টি অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রদান করবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট, দাকোপ থানা, খুলনাকে নির্দেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের হ্যাঁ সূচক রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল ২৪.০৭.২০০৬ ইং তারিখে আইন, ২০০০ এর ৯(১) ধারায় অপরাধ আমলে নেন এবং আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর নির্দেশ দেন। আপরাধ সংঘটনের পর মামলা দায়েরের ৮ (আট) দিন বিলম্বের কারণ হিসেবে ভিকটিমের পিতা নালিশি দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ভিকটিমের মা ভিকটিমকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বর ৩ নং সাক্ষীকে জানান, বাদী বাড়িতে ফিরলে ঘটনা নিয়ে বিচার সালিশের উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হন। আসামি পক্ষ তাদেরকে হুমকি দেয়, কালক্ষেপণ করে এবং বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে। বাদী বাড়িতে এসে ঘটনা শুনেন এবং ১৭.০৪.২০০৬ ইং তারিখে থানায় মামলা করতে যান, কিন্তু থানা মামলা গ্রহণ করেনি। অতঃপর তিনি সাক্ষীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন। বিলম্বে মামলা দায়েরের জন্য উপরোক্ত ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকালেও পিডবি– উ ১, ২, ৩ ও ৪ উক্ত বিলম্বের ব্যাখ্যার সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, যা অবিশ্বাস করার মত কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণত ভিকটিম বা তার পরিবার থানা কিংবা আদালতে মামলা করবে কি করবেনা সেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। কেননা এর সাথে ভিকটিম এবং তার পরিবারের মানসম্মান জড়িত। অনেক চিন্তাভাবনার পরই সাধারণত তাঁরা থানা কিংবা আদালতের দ্বারস্থ হন। এই বিষয়ে বিজ্ঞ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নী জেনারেল কর্তৃক উদ্ধৃত স্টেট অব পাঞ্জাব -বনাম- গুরমিত সিং, (১৯৯৬) ২ সুপ্রীম কোর্ট কেসেস, ৩৮৪ মামলার অনুচ্ছেদ ৮ এ প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ- "*The Courts cannot overlook the fact that in sexual offences delay in the lodging of the FIR can be due to variety of reasons particularly the reluctance of the prosecutrix or her family members to go to the police and complain about the incident which concerns the reputation of the prosecutrix and the honour of her family. It is only after giving it a cool thought that a complaint of sexual offence is generally lodged.*"- এই মামলার ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য। সুতরাং এই মামলায় নালিশি দরখাস্ত দায়েরে ৮ (আট) দিনের বিলম্ব গুরুতর নয়, বরং স্বাভাবিক বিলম্ব এবং মার্জনীয়।

২৫. আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারা উদ্ধৃত পূর্বক যুক্তি উপস্থাপন ক'রে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা না করার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন এবং এ কারণে ধর্ষণ প্রমাণিত হয়নি মর্মে দাবী করেছেন। তার এ যুক্তি ধোপে টিকেনা কেননা এটি সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে

দায়েরকৃত একটি পিটিশন মামলা। মামলাটি দায়েরের পর বিগত ১৭.০৫.২০০৬ ইং তারিখে বাদীপক্ষ ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য একখানি দরখাস্ত দাখিল করেন এবং ট্রাইব্যুনাল সেইমর্মে ভিকটিমকে পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়নি। ভিকটিম (পিডবি- উ-২) তার সাক্ষ্যে বলেন "কোর্টে মামলা করার পর বড় হাসপাতালে যাই। কিন্তু দারোগা সাথে না যাওয়ায় পরীক্ষা করে নাই"। ভিকটিমের পিতা শেখ আজাহার আলী (পিডব্লিউ-১) উক্ত সাক্ষ্যর সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা না করার কারণ হিসেবে ভিকটিমের সাথে পুলিশ না থাকার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি একটি পিটিশন মামলা, থানায় দায়েরকৃত মামলা নয়। পরীক্ষার সময় পুলিশ সাথে থাকবে, ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে কোন আদেশও প্রদান করেনি, কাজেই ভিকটিমের সাথে পুলিশ থাকা বা না থাকার প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া ঘটনা ঘটে ১৫.০৪.২০০৬ ইং তরিখে আর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ট্রাইব্যুনাল আদেশ প্রদান করেন ১৭.০৫.২০০৬ ইং অর্থাৎ ঘটনার ৩২ (বত্রিশ) দিন পরে। যদি ভিকটিমকে ঐ সময় ডাক্তারি পরীক্ষা করাও হত তবুও দীর্ঘদিন পর পরীক্ষা করার কারণে কোন ধর্ষণের আলামতও না পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে শুধুমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা না করার কারণে প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা অপ্রমাণিত বলে গণ্য হবেনা। ভিকটিমের মৌখিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতেই তাকে সাজা প্রদান করা যেতে পারে। আব্দুস সোবাহান বিশ্বাস-বনাম-রাষ্ট্র, ৫৪ ডিএলআর ৫৫৬ মামলায় ঘটনার দীর্ঘ ২১ দিন পর ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় এবং তাতে ধর্ষণের কোন আলামত পাওয়া যায়নি। কিন্তু ধর্ষণ সম্পর্কিত ভিকটিমের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হওয়ায় আসামিকে প্রদত্ত নিম্ন আদালতের সাজা আপীল আদালত বহাল রেখেছে। কাজেই শুধুমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা না হওয়ার কারণে ধর্ষণ প্রমাণ হয়নি বা আপীলকারি ধর্ষণ করেনি এই অজুহাতে সে খালাস পেতে পারেনা।

২৬. এটি সত্য যে, এই মামলায় ভিকটিমের মা, যার কাছে ভিকটিম ঘটনার পরপরই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে এবং যিনি উক্ত ঘটনা স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ সৈয়দ ভূইয়ার (পিডব্লিউ-৩) কাছে জানিয়েছিলেন, তাকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করা হয়নি। অধিকন্তু ভিকটিমের দুই সহপাঠী মুসলিমা ও সাবিনা, যারা ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে ভিকটিমের সাথে মসজিদে কোরআন শরীফ পড়তে গিয়েছিল এবং ঘটনার পরপরই তাদের সাথে ভিকটেমের দেখা হয়েছিল, তাদেরকেও সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়নি। এখন বিবেচ্য বিষয় হল আপীলকারির বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়ের যুক্তিমতে আপীলকারি সাক্ষ্য আইনের ১১৪ (জি) ধারার সুবিধা পাবে কিনা। অর্থাৎ ঐ তিনজন সাক্ষীকে উপস্থাপন না (withheld) করার কারণে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে বাদীপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে কিনা।

২৭. মামলাটির দরখাস্তকারী ভিকটিমের পিতা একজন মসজিদের ইমাম। তার স্ত্রী একজন পর্দানশীল মহিলা । তিনি ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে সাক্ষী দিতে এসে বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাইবেনা না এটাই স্বাভাবিক । এই মামলার অপর দুজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত । মুসলিমা ও সাবিনার ঘটনার সময় বয়স ছিল যথাক্রমে ১৬ বছর ও ১২ বছর। তখন তারা ছিল নাবালিকা এবং অবিবাহিতা। তাদের সামনে ছিল কল্পনাপ্রসূত সুন্দর ভবিষ্যত। এটা স্বাভাবিক যে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে তারাও অবান্তর/অপ্রীতিকর প্রশ্ন ও ঝামেলা এড়াবার জন্য মামলায় সাক্ষ্য দিতে আসবে না। তারা সাক্ষ্য দিতে না আসার কারণেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে ধরে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। ভিকটিমের পিতা পিডব্লিউ-১ নালিশি দরখাস্তের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছেন। নাবালিকা ও অবিবাহিতা ভিকটিম তাসলিমা খাতুন ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত তার ২২ ধারার জবানবন্দিতে ঘটনা বর্ণনা করেছে। অধিকন্তু সে নিজে পিডব্লিউ-২ হিসাবে তার সাক্ষ্য প্রদানকালে ধর্ষণের মত লজ্জার কথা নিজমুখে বর্ণনা করেছে। তার সামনে অনাগত স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ (বিবাহ-সংসার-সন্তান) থাকা সত্ত্বেও নিজমুখে আসামির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারেনা এবং আমরা খুঁজেও পাইনা। আসামিপক্ষ জেরা করে তাকে টলাতে পারেনি বা তাকে অবিশ্বাস করবার মত কোন কারণ বের করতে পারেনি, জেরাতেও সে একই রকম বক্তব্য দিয়েছে। তদুপরি উপরোক্ত দু'জন (বাদী ও ভিকটিম) সাক্ষীকে সমর্থন করে অপর দু'জন নিরপেক্ষ সাক্ষী পিডব্লিউ- ৩ এবং ৪ সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তারা কেউ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না হলেও তারা ঘটনার পরপরই ভিকটিমের মায়ের কাছে ঘটনা শুনেছেন এবং ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত সাক্ষ্যে তা বর্ণনা করেছেন। তারা ঘটনার পর ঘটনা সম্পর্কে সালিশে বসা এবং সালিশ ব্যর্থ হয়েছে মর্মেও সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২৮. পিডব্লিউ ১, ২ এবং ৩ এর সাক্ষ্য থেকে আমরা আরও দেখতে পাই যে, আসামির পিতা এবং চাচারা স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। পিডব্লিউ-৩ এর সাক্ষ্য হতে আমরা পাই যে, স্থানীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাক্রমে আপীলকারীর চাচা ও ফুফা। তারা প্রথম থেকেই ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। পিডব্লিউ ১ ও ৩ এর সাক্ষ্যে আমরা এও পাই যে, আসামির আব্বা সালিশে বলেন যে, "এ যুগের ছেলেমেয়েরা এমন করে"; যা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। বোঝা যায় যে আসামিপক্ষ থানাকে প্রভাবিত করেছেন, ফলশ্রুতিতে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। এমনকি স্থানীয় ডাক্তার রমাকান্ত বিশ্বাস পিডব্লিউ-৫ হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসে পক্ষাশ্রিত হয়ে বৈরী ঘোষিত হয়েছে। যেহেতু এই মামলায় নাবালিকা ভিকটিমের সাক্ষ্যই মুখ্য, কাজেই স্থানীয় ডাক্তার বৈরী ঘোষিত হলেও তা মামলার অভিযোগ প্রমাণে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি।

২৯. সাইদুর রহমান নিউটন এবং অন্যান্য -বনাম- রাষ্ট্র, ৪৫ ডিএলআর (আপীল বিভাগ) ৬৬ মামলায় বিচারপতি লতিফুর রহমান অবলোকন করেছেন–

"*Prosecution for rape- Question of corroboration. It has long been a rule of practice for insisting on corroboration of the statement of the prosecutrix. If the Judge feels that without corroboration in a particular case the conviction can be sustained then he should give indication that he had the rule of caution in his mind and then should proceed to give reasons for considering it unnecessary to require corroboration and for considering that it was safe to convict the accused without corroboration.*"

৩০. ভিকটিম পিডবি- উ-২ এর সাক্ষ্যের সাথে পিডবি- উ- ১, ৩ ও ৪ এর সাক্ষ্য একত্রে বিবেচনা করলে আমরা ভিকটিমের সাক্ষীকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পাইনা। ভিকটিম একজন ১৫ বছরের অবিবাহিত বালিকা এবং ধর্ষণে তার যোনিতে রক্তক্ষরণ হওয়ার মত সাক্ষ্য দেওয়ায় এবং আসামিপক্ষ ঘটনার পর সালিশে বসে দাম্ভিকতা দেখানো এবং পরে মামলা না করার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করায় আমাদের মনে এই মর্মে প্রতীতি জন্মেছে যে, এই মামলায় ভিকটিমের প্রদত্ত সাক্ষ্য সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, আপীলকারী তাকে ধর্ষণ করেছে। এই রকম ধর্ষণের অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভিকটিমের সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করেই আসামিকে সাজা প্রদান করা সঠিক ও সমীচীন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল কর্তৃক উদ্ধৃত স্টেট অব পাঞ্জাব -বনাম- গুরমিত সিং, (১৯৯৬) ২ সুপ্রীমকোর্ট কেসেস, ৩৮৪; আল-আমীন ও অন্য ৫ জন -বনাম- রাষ্ট্র, ৫১ ডিএলআর, ১৫৪; আব্দুস সোবাহান বিশ্বাস -বনাম- রাষ্ট্র, ৫৪ ডিএলআর, ৫৫৬ এবং বাদল ও অন্য একজন -বনাম- রাষ্ট্র, ৪ বিএলসি, ৩৮১ মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ এই মামলায় প্রযোজ্য। আপীলকারী পক্ষে দাখিলকৃত রাষ্ট্র -বনাম- মোঃ পলাশ, ২০ বিএলসি (আপীল বিভাগ), ৩৪৮ মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, উক্ত মামলায় ভিকটিম ছিলেন বিবাহিতা এবং দুই সন্তানের জননী। তার সাক্ষ্যের কোন প্রত্যক্ষ কিংবা পারিপার্শ্বিক সমর্থনমূলক সাক্ষী আদালতের সামনে ছিলনা। অধিকন্তু তার নিজের সাক্ষ্যও আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি যা বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একইভাবে আপীলকারী কর্তৃক উদ্ধৃত আব্দুল ওয়াহেদ ওরফে চান্দু মিয়া-বনাম-রাষ্ট্র, ৪ বিএলসি ৩২০ মামলাটির ঘটনা বিষয়বস্তু এই মামলার সাথে খাপ খায়না বলে প্রযোজ্য নয়।

৩১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রায় ও দণ্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীদের সাক্ষ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ধর্ষণের অভিযোগে আপীলকারিকে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক মহোদয় আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় সাজা এবং দণ্ডাদেশ প্রদান ক'রে কোন আইনগত ও ঘটনাগত ভুল করেননি।

৩২. ফলশ্রুতিতে, এই আপীলটির কোন সারবত্তা না থাকায় খারিজ/নামঞ্জুর করা হল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং ১, খুলনা কর্তৃক নারী ও শিশু কেস নং ১৩৩ সি/২০০৬ তে প্রদত্ত বিগত ১৩.০৩.২০১৯ ইং তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

৩৩. এই রায় ও আদেশের অনুলিপি নিম্ন আদালতের নথিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠানো হোক।